তারিখ ... 25 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষায় মৌলিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

এম এইচ রবিন ●

গতানুগতিক শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতিতে সংস্কার হবে। উন্নত দেশের আদলে দেশি পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বছরের শেষে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে মন্ত্রণালয়।

বর্তমান সরকারের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী ২০১৩ সালে নতুন সংস্করণে পাঠক্রম তৈরি করা হয়। এর আগে মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম সংস্কার করা হয় ১৯৯৬ সালে। যুগের চাহিদা এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মেধাবী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৭ বছর পর নতুন পাঠক্রমে ছাপানো হয় পাঠ্যপুস্তক।

ফিরে দেখা
২০১৬

সরকার প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে বাহবা কুড়িয়েছে যতটা, তার চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে পঞ্চম শ্রেণি, অষ্টম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষার নামে পাবলিক পরীক্ষার প্রবর্তন করে। এ ছাড়া সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেও এর সুফল কুড়াতে পারছে না সরকার। পরীক্ষাগুলোয় জিপিএ-৫প্রাপ্তির রেকর্ডের সূচক যতটা ঊর্ধ্বমুখী, বিপরীতে শিক্ষার মান ততটাই নিম্নগতি রলে সমালোচিত।

পাঠক্রম : শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল সক্ষমতা বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি করতে সরকার পুরনো পাঠক্রম পরিমার্জন করে ২০১৩ সালে। অবশ্য বড় ধরনের পরিবর্তন হবে না। এ পাঠক্রম মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির জন্য করা হয়েছে। পরিমার্জনে প্রাধান্য দেওয়া হবে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য। এর আগে ১৯৭৬ এবং ১৯৯৬ সালে দুবার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছিল।

পাঠ্যসূচি : বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তকগুলোয় কোনো কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক দীর্ঘ পাঠ্যসূচি রয়েছে। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন মহল এ নিয়ে সমালোচনা করছে। অনেকে পাঠ্যসূচি কমিয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভেদে স্বল্প পরিসরে সহজ পাঠ্যসূচি তৈরির পরামর্শ দিয়েছে সরকারকে। এসব বিষয় বিবেচনা করে সরকার পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তনের চিন্তা করছে। পরিমার্জন করে যুগোপযোগী বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করা হবে।

পাঠ্যপুস্তক : শিক্ষার্থীদের বইয়ের বোঝা কমিয়ে আনতে পাঠ্যবইয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আধিক্য লেখা বাদ দেওয়া হবে। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হবে পাঠ্যপুস্তক। বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরেজি বিষয়ে সহজ ভাষায় কীভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা যায় সে বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক লেখকদের পরামর্শ নেওয়া হবে। বানানরীতি, নির্ভুল পাঠ্যবই তৈরির জন্য এনসিটিবির সংশ্লিষ্টদের আরও দক্ষ করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারণ বিগত কয়েক বছর পাঠ্যপুস্তকে ভুল তথ্য, বানান, কঠিন ভাষায় লেখা বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরেজির বিষয়ে নানা মহলের অভিযোগ ছিল। বইয়ে অনুশীলন মুখস্থ বলতে পারা কোনো শিক্ষার্থীর দক্ষতা নয়; দক্ষতা হচ্ছে শিক্ষার্থী যদি নিউটনের সূত্র বুঝতে পারে। এ কারণে উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হবে রচয়িতাদের কাজ।

পরীক্ষাগ্রহণ : দেড়-দুই মাস সময় নিয়ে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এভাবে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষা প্রশাসনেরও বছরের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। উন্নত দেশে দশ-বারোটি বিষয়ে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না। সেখানে শুধু গণিত, মাতৃভাষা, ইংরেজি, বিজ্ঞানে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বাকি বিষয়গুলো ক্লাসে মূল্যায়ন করা হয়। এভাবে ক্লাসে পাঠ নেওয়ার সময় বেড়ে যায় শিক্ষার্থীদের। আমাদের বিদ্যমান পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

শিক্ষায় মৌলিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) করে ক্লাসে নানাবিধ সূচকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে পাবলিক পরীক্ষার বিষয় কমানোর চিন্তা করা হচ্ছে।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন : বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে পাবলিক পরীক্ষায় ভালো শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ভুল মূল্যায়নে অকৃতকার্য হয়। পরীক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফলে একই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন-ভিন্ন নম্বর পাচ্ছে। এমন ত্রুটি-বিচ্যুতি সরকার চিহ্নিত করে অভিন্ন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নের বিষয়টি সামনে আনছে। অতিসম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বোর্ডে নির্দেশনা দিয়েছে এ বিষয়ে। এখন থেকে প্রশ্নপ্রণেতারা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা প্রণয়ন করবেন।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন : এ বছর প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ড। সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে পারেন না অনেক শিক্ষক। এতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবকে দায়ী করা হচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষকরা শর্টকাট পদ্ধতি বেছে নিয়ে বাজারের বিভিন্ন গাইডবই থেকে হুবহু প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন পাবলিক পরীক্ষায়। এভাবে শিক্ষার্থীদের গাইডবইয়ের প্রতি আসক্তি বাড়াচ্ছে শিক্ষকরা।

পাঠদান : কোন শ্রেণিতে কোন বিষয়ে কতটি ক্লাস হবে তার ওপর নির্ভর করে সেই শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের সূচি-পৃষ্ঠা। একটি ক্লাসের সময় ৫০ মিনিট ধরা হলেও অর্ধেক সময়ের আগে অনেক শিক্ষক ক্লাসরুম ত্যাগ করেন। শ্রেণির বিভিন্ন স্তরে বিষয় কাঠামো ও ক্লাস বণ্টনে আরও উন্নয়ন করা যায় কিনা দেখা হবে। ক্লাসে পাঠদান সূচি করার সময় বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে সরকারি ছুটি, পরীক্ষাকালীন ক্লাস বন্ধ এসব দিন হিসাব করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত : প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই, স্নাতক ও বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক নেই, কারিকুলাম প্রণয়ন হয়নি এবং নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবইও শিক্ষার্থীরা পাবে না– তবু দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মৌন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসে গত দুই বছর পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে।